যুগান্তর

তারিখ ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ৫ ...

ছাত্রদল নেতাদের ঝটিকা সফরে চট্টগ্রামের ছাত্র রাজনীতি উত্তপ্ত

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষা চলাকালীন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আকস্মিক সফরকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের ছাত্র রাজনীতির অঙ্গন হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল সোমবার এ নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল পাল্টা মিছিল সমাবেশ করেছে। ছাত্রদলের মিছিল সমাবেশে পুলিশ পাহারা দিলেও ছাত্রলীগের মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে মাইক কেড়ে নিয়েছে। ছাত্রশিবিরও নগরীর আন্দরকিল্লা চকবাজার এলাকায় বিনাবাধায় মিছিল সমাবেশ করেছে। এ নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন কলেজ ক্যাম্পাস এবং লালদীঘি চত্বর, নিউমার্কেট চত্বর ছিল উত্তপ্ত। অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা পরীক্ষা চলাকালীন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বেআইনিভাবে ক্যাডারদের

চট্টগ্রাম : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

চট্টগ্রাম : ছাত্র রাজনীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে ক্যাম্পাস দখলের জন্য মিছিল সমাবেশ করে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। অপরদিকে ছাত্রদল বলছে, ১৪৪ ধারা ভেঙে না, পরীক্ষার পরে তারা কলেজে প্রবেশ করে। তারা কলেজে একক দখলদারিত্বের অবসানের দাবি করে বলেছে, সব কলেজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংগঠন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ছাত্রশিবির অবশ্য বলছে, অস্ত্রবাজ, খোদাদ্রোহী, চাঁদাবাজদের যে কোন তৎপরতা রুখে দেয়া হবে।

রোববার এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে, ছাত্রদলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালের নেতৃত্বে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের প্রধান ৪টি কলেজে ঝটিকা অভিযান চালায়। কলেজগুলো হচ্ছে- চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ এবং সরকারি কমার্স কলেজ।

৮০ দশকের গোড়ার দিকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির এসব কলেজ দখল করে নেয়। এরপর ছাত্রদল পাহাড়তলী কলেজ দখল করে সেখানে একক আধিপত্য বিস্তার করে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসীন কলেজ নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রশিবির। সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ ও এমইএস কলেজ নিয়ন্ত্রণে নেয় ছাত্রলীগ। ছাত্রদল ওই দুই ছাত্র সংগঠনের একক আধিপত্য ভেঙে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে দাবি করেছে। অপরদিকে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রিত পাহাড়তলী কলেজেও অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম চালাতে দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগ।

ছাত্রলীগের প্রতিবাদ : ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছে, দুপুরে তাদের একটি মিছিল সরকারি সিটি কলেজ থেকে বের করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ তাদের সমাবেশস্থল থেকে মাইকও কেড়ে নেয়। এ সময় সরকারি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাদের মিছিল ও সমাবেশটির ভিডিও চিত্রও ধারণ করে। ছাত্রলীগ নেতা আনিসুর রহমান ইমনের সভাপতিত্বে কলেজে শহীদ মিনার চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শওকত হোসাইন, দেবাশীষ পাল দেবু, মোঃ সালাউদ্দিন, ছাত্র সংসদের ভিপি বদিউল আলম রাসেল, জিএস সেলিম মাহমুদ প্রমুখ।

ছাত্রদলের সমাবেশ : ছাত্রদল রোববার নগরীর কলেজগুলোয় ঝটিকা অভিযান চালালেও গতকাল তারা লালদীঘি ময়দানে বিকালে সমাবেশ করেছে। এর আগে তারা বিভিন্ন কলেজে কমিটি ঘোষণা করলেও তাদের ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি। সমাবেশ শেষে তারা নগরীতে একটি মিছিল বের করে। ছাত্রদল নেতা মোশাররফ হোসেন দীপ্তির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা মোস্তাফিজুল ইসলাম, আহমেদুল হক রাসেল, মোঃ সাহেদ প্রমুখ। ছাত্রদলের ওই সমাবেশে বেশ কয়েকজন ক্যাডারের উপস্থিতি ছিল বলে পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে।

ছাত্রদলের প্রেস ব্রিফিং : ছাত্রদলের সভাপতি শাহাবুদ্দিন লাল্টু গতকাল চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ছাত্র সংগঠনের সাংগঠনিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে ছাত্রদলের স্লোগান থাকবে না, সেখানে অন্যান্য সংগঠনকেও স্লোগান দিতে দেয়া হবে না।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদল সভাপতি শাহাবুদ্দিন লাল্টু, সহ-সভাপতি জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আহমেদুল আলম রাসেল, উত্তর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান জসিম ও দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মুহসিন চৌধুরী রানা প্রমুখ।

ছাত্রশিবিরের মিছিল সমাবেশ : ছাত্রশিবির নিয়ন্ত্রিত চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ও হাজী মুহাম্মদ কলেজে ছাত্রদলের ঝটিকা সফরের পর গতকাল সোমবার ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজ চকবাজার ও আন্দরকিল্লায় মিছিল সমাবেশ করে।

চবি'র শহীদ রব হলে ঢুকতে পারেনি কেন্দ্রীয় নেতারা

সাংগঠনিক সফর উপলক্ষে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল পরিদর্শন করলেও শিবিরের কর্মীরা তাদের শহীদ আবদুর রব হলে ঢুকতে দেয়নি। এ নিয়ে গতকাল সন্ধ্যার দিকে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্রদল যে কোন মূল্যে শিবিরকে হটানোর অঙ্গীকার করেছে।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ গতকাল বিভিন্ন আবাসিক হল ঘুরে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের খোঁজ-খবর নেন। এ সময় ছাত্রদল সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু আগামী আগস্টের মধ্যে সব হলে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চবি ছাত্রদলকে নির্দেশ দেন। বিভিন্ন হল ঘুরে তারা শহীদ আবদুর রব হলে এলে শিবিরের নেতাকর্মীরা তাদের হল গেটে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই। কারণ তাতে কোন লাভ হবে না।